যুগান্তর

1 1 MAY 2008

যুগান্তর

শনিং

লতিফ ছাত্রাবাস অপরাধীর অভয়ারণ্য সাধারণ ছাত্ররা অসহায়

তৌহিদুর রহমান/জামিউল আহসান সিপু

ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের লতিফ ছাত্রাবাস, যেন আলোর নিচে অন্ধকার। বিভিন্ন সময়ে গোয়েন্দা ও তদন্ত সূত্রগুলো জানায়, লতিফ ছাত্রাবাস জঙ্গি-সর্বহারাদের আস্তানা, স্থানীয় মাদক বিক্রেতাদের, ঘাঁটি, চাঁদাবাজ, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের আনাগোনা এখন ওপেন সিক্রেট। অপরাধী চক্র এতটাই শক্তিশালী যে তাদের কাছে জিম্মি এলাকাবাসীও। অসহায় পুলিশ। সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রাবাসটি গোয়েন্দা নজরদারিতে রয়েছে। তবুও ওই ছাত্রাবাসে জঙ্গি-সর্বহারা ও অপরাধীদের এজেন্টদের শনাক্ত করা যাচ্ছে না। সাধারণ ছাত্ররাও গুটিকয়েক অপরাধীর সামনে নিরূপায় হয়ে পড়ে। শুক্রবার রাত ও শনিবার সারাদিন সংঘর্ষকালে এ বিষয়টি সবার মুখে মুখে

অসহায় : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

অসহ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) আলোচিত গোয়েন্দা সংস্থাকে এসব কি দেখা গেছে। গত দুই বছরে পলিটেকনিকের ছাত্র সংর্ঘষের জের ধরে এলাকায় অন্তত ১০টি বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটে। এই ছাত্রাবাস থেকে গ্রেফতার হয়েছিল জেএমবি'র অপারেশন কমান্ডার আতাউর রহমান সানি। জঙ্গিদের হাতে খুন হয়েছিলেন লতিফ ছাত্রাবাসের প্রভোস্ট অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন ভূঁইয়া। এই এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী আলাউদ্দিনের হাতে পুলিশ খুনের নজির আছে। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় অপারেশন কমান্ডার মইন উদ্দিন ওরফে আবু জান্দাল এ ছাত্রাবাসের বাসিন্দা ছিল। লতিফ ছাত্রাবাসে বসবাসকারী অপরাধীদের ইন্ধনে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট সংশ্লিষ্ট যে কোন একটি ঘটনা ঘটলে তা পরবর্তী সময়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। একের পর এক সংঘর্ষের ঘটনার পেছনে কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা নানা ধরনের তথ্য পেয়েছে। তেজগাঁওয়ের মাদকের সবচেয়ে বড় স্পট সিদ্দিকের ঢাল লতিফ ছাত্রাবাস থেকে সামান্য দূরে। এই স্পটকে কেন্দ্র করে শিল্পাঞ্চলে দিন-রাত সন্ত্রাসীদের আনাগোনা চলে। শিল্পাঞ্চল এলাকার ফুটপাত দখল করে গড়ে তোলা শত শত দোকানের চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণও করে ছাত্রাবাসের ক্যাডাররা। রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর সন্ত্রাসীদের আনাগোনার কারণে এখানে এক ভয়াল পরিস্থিতি বিরাজ করে। এসব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু লতিফ ছাত্রাবাস। এই লতিফ ছাত্রাবাসকে ঘিরে কোন সংঘর্ষ ঘটলেই ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ পুরো অসহায় হয়ে পড়েন। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সাধারণ জনতাকে পোহাতে হয় সীমাহীন দুর্ভোগ।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হরকাতুল জিহাদের মুফতি হান্নান সমর্থিত হুজির নেতা আবু জান্দাল গ্রেফতার হওয়ার পর তার কাছ থেকে র‌্যাব এ ছাত্রাবাসে জঙ্গি কার্যক্রমের তথ্য পায়। সূত্র জানায়, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের এক শিক্ষকের মদদে জান্দাল লতিফ ছাত্রবাসে অবস্থান করেছিল বলে টিএফআই সেলে জিজ্ঞাসাবাদে জানায়। ২০০৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর লতিফ ছাত্রাবাস থেকে জেএমবির অপারেশন কমান্ডার আতাউর রহমান সানি গ্রেফতার ও গত ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওই ছাত্রাবাসে হুজির অপারেশন কামান্ডার আবু জান্দালের অবস্থানে গোয়েন্দাদের কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে জেএমবি ও হুজি ঢাকায় লতিফ ছাত্রাবাস থেকে পরিচালিত হতো। গত ১০ ফেব্রুয়ারি তেজগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনার সময় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার অপারেশন কমান্ডার মইন উদ্দিন ওরফে আবু জান্দাল। ১৮ ফেব্রুয়ারি র‌্যাব জয়দেবপুর থেকে জান্দালকে গ্রেফতার করে। শনিবারের সংঘর্ষে এমনও হামলাকারীদের দেখা গেছে যারা মুখে কাপড় বেঁধে পুলিশের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। এদের অনেকেই পলিটেকনিকের ছাত্র হলেও তারা হরকাতুল জিহাদের সমর্থক বলে জানা গেছে। তাদের আক্রমণের ধরনও ছিল হিংস্র। গোয়েন্দা সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত বছরের ১১ এপ্রিল ঝালকাঠিতে দুই বিচারক হত্যা মামলার পিপি অ্যাডভোকেট হায়দার হোসাইনকে গুলি করে হত্যার পরিকল্পনা লতিফ ছাত্রাবাসে হয়েছিল। এর আগে ওই বছরের ৯ এপ্রিল রাতে ছাত্রাবাসের সামনে হোস্টেল সুপার অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন ভূঁইয়া ও ঠিকাদার আমীর হোসেন দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হন। প্রাথমিকভাবে ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ এ হত্যার পেছনে ছাত্রবাসে অবস্থানরত জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) নেতাদের হাত রয়েছে বলে ধারণা করছে। এ ব্যাপারে ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শামসুল আলম যুগান্তরকে বলেন, ছাত্রাবাসের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যে খোঁজ করছে গোয়েন্দারা। তাদেরকে এ ছাত্রাবাস সম্পর্কে প্রতিনিয়ত তথ্য দেয়া হচ্ছে। অধ্যক্ষ স্বীকার করেছেন, ছাত্রদের সঙ্গে একশ্রেণীর বহিরাগত যোগ দিয়েছে। তারা সংঘর্ষকে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেয়।

সূত্র জানায়, লতিফ ছাত্রাবাসে ছাত্রশিবিরের কার্যক্রম সবচেয়ে বেশি। ছাত্রাবাসের বেশিরভাগ কক্ষই শিবির নিয়ন্ত্রিত। এ কারণে বেশিরভাগ সময় শিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগ বা ছাত্রদলের সংঘর্ষ হয়। ছাত্রাবাসের মসজিদ থেকে শিবিরের রাজনীতি পরিচালিত হতো বলে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ নামাজ শেষে মসজিদে যে কোন ধরনের আলোচনা সভা বন্ধ করে দেয় বলে জানিয়েছেন ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শামসুল আলম।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের অলিগলির আশপাশ ও বিভিন্ন শিল্প-কারখানার সামনে শত শত দোকান গড়ে উঠেছে। এসব দোকানের চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করা হয় লতিফ ছাত্রাবাস থেকে। সূত্র জানায়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের ঢাকায় নিরাপদ ঘাঁটি এই লতিফ ছাত্রাবাস। পুলিশ কয়েকবার লতিফ ছাত্রাবাস ও এর আশপাশ থেকে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির কয়েক সদস্যকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে নাটোরে একটি হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ২ আসামিও রয়েছে।

বেগুনবাড়ির সিদ্দিকের ঢাল তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের প্রধান মাদক স্পট। জরুরি অবস্থা ও র‌্যাব-যৌথ বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানের মধ্যে এখানে এখনও প্রকাশ্যে ফেনসিডিল বিক্রি হয়। এই মাদক স্পটের নিয়ন্ত্রক ছিল শীর্ষ সন্ত্রাসী আলাউদ্দিন। এই মাদক স্পটে এখনও পুলিশের অভিযান চালানোর সাহস নেই। ২০০৩ সালে এই মাদক স্পটে পুলিশের অভিযানের সময় আলাউদ্দিনের গুলিতে এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। গণপিটুনিতে নিহত হয় আলাউদ্দিন। সিদ্দিকের ঢালে প্রতিদিন ২-৩ লাখ টাকার মাদক কেনাবেচা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে সিদ্দিকের ঢালে ফেনসিডিল বেচাকেনার দ্বন্দ্বের জের ধরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্মচারী লিটন খুন হয়। এই মাদক স্পটকে কেন্দ্র করে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে সন্ত্রাসীদের আনাগোনা রয়েছে।